সংবাদ

তারিখ 19 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্নীতি মামলার চার আসামিসহ ২০ জনের তড়িঘড়ি করে পদোন্নতি

■ আপত্তি আমলে নেয়া হয়নি : বাছাই কমিটি

■ পদোন্নতি রাইটলি : উপাচার্য

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ মাস আগে নেয়া ৩ শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশন প্রমোশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তড়িঘড়ি করে দুর্নীতির মামলার চার্জশিট হওয়া ৪ কর্মকর্তাসহ ২০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় পাস করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ আর উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তবে দুদকের দায়ের করা মামলায় চার্জশিট হওয়া ৪ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ার বিষয়টি বাছাই কমিটির সদস্যরা আপত্তি উত্থাপন করলে উপাচার্য তা আমলে নেননি বলে অভিযোগ বাছাই কমিটির সদস্যদের।

এদিকে এ ঘটনাকে নজিরবিহীন উল্লেখ করে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও দুদক বলেছে যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিটাই অবৈধ সে কারণে মামলা হওয়ার পর তাদের পদোন্নতি দেয়াটা আইনের বরখেলাপ হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩শ' শিক্ষক-কর্মকর্তার পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন ২ বছর আগেই সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের পদোন্নতি না হওয়ায় এর আগে শিক্ষক কর্মকর্তারা-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। অবশেষে এর আগের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন-নবী চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পদোন্নতি দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ তালিকা চূড়ান্ত করলেও সিন্ডিকেট সভায় উত্থাপন করে পাশ না করায় তা বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ চলতি বছরের ১৪ জুন তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক মাসের মাথায় দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ৩শ'

রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক-কর্মকর্তার পদোন্নতি বিষয়টি ফয়সালা না করে তড়িঘড়ি করে উনি ২০ কর্মকর্তার পদোন্নতি দেয়ার জন্য বাছাই কমিটি গঠন করেন। চলতি জুলাই মাসের ২ তারিখে বাছাই কমিটি ওই ২০ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময়ই বাছাই কমিটির অন্যতম সদস্য রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাইদুল হক সভাতেই ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা এবং তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেন। বাছাই কমিটির সভা বর্তমান উপাচার্যের সভাপতিত্বে চলার সময় জোরালো আপত্তি উত্থাপন করা হয় বলে সভা সূত্রে জানা গেছে। যে ৪ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদক আইনে করা মামলায় চার্জশিট হয়েছে তারা উপ-রেজিস্ট্রার শাহাজাহান আলী মণ্ডল, উপ-পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন গোলাম ফিরোজ, সহকারী রেজিস্ট্রার মোরশেদ আলম রনি ও সহকারী পরিচালক অর্থ ও বাজেট আশরাফুল আলম। সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরও মামলার বিষয়টি উপাচার্যকে জানালেও তিনি বিষয়টি আমলে নেননি। যথারীতি বাছাই কমিটির আপত্তি সত্ত্বেও বিষয়টি গত ১৬ জুলাই সিন্ডিকেটের সভায় দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটভুক্ত ৪ কর্মকর্তাসহ ২০ কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করে অনুমোদন দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে বাছাই কমিটির সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা রয়েছে সেই বিষয়টি সভায় জানানো হয়েছিল। তবে সিন্ডিকেট কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে ওই ৪ কর্মকর্তাসহ ২০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে বলে স্বীকার করেন।

অন্যদিকে বাছাই কমিটির অন্যতম সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. সাইদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, যাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে গত ৩০ জুনের সভাতেই তিনি উপাচার্যকে ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা রয়েছে এবং সেই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। তিনি বলেন, যাছাই কমিটির অপর সদস্য রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহাম্মেদও সতর্ক করে দিয়ে ওই ৪ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া আইনসম্মত হবে না বলে জানালেও উপাচার্য আমলে নেননি। তিনি আরও জানান, বাছাই কমিটির সভাপতি উপাচার্য সদস্য দুজন আমি ও রংপুর বিভাগীয় কমিশনার। ফলে দু'সদস্যই জোরালো আপত্তি করার পরও কেন তাদের পদোন্নতি দেয়া হলো তা তিনি বলতে পারবেন না বলে জানান। তবে উপাচার্য কাদের প্ররোচনা বা ইন্ধনে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বোধগম্য নয়। তবে এভাবে অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে আমাদের সহযোগিতা থাকবে না বলে জানান। সেই সঙ্গে বলেন, আগের উপাচার্যের আমলে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়টি সুরাহা না করে নতুন করে বাছাই কমিটি করে ২০ কর্মকর্তার পদোন্নতি দেয়াটা ঠিক হলো না বলে জানান।

এ ব্যাপারে দুদক রংপুর অঞ্চলের উপ-পরিচালক মোজাহার আলী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে যে ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবৈধ নিয়োগ পাওয়ার অভিযোগে মামলা হয় সেই মামলায় তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল করা হয় তাদের কি করে পদোন্নতি দেয়া হলো তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি।

অন্যদিকে রংপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী এমএ বাশার বলেন, যাদের চাকরিটাই অবৈধ সে অপরাধে মামলা হয়েছে চার্জশিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাসপেন্ড করা উচিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তা না করে তাদের পদোন্নতি দেয়াটা আইনের বরখেলাপ হয়েছে বলে জানান তিনি। সেই সঙ্গে তাদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাও বেআইনি হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মকর্তা জানান যে ২০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়াটা বিধিসম্মত হয়নি। কারণ তারা অনেকেই এখনও পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেননি।

সার্বিক বিষয়ে জানতে গতকাল বিকেল পৌনে ৫টার দিকে মোবাইল ফোনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানান অনিয়ম দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বলেন যে ২০ কর্মকর্তার পদোন্নতি দেয়া হয়েছে সেটা রাইটলি দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলে সেটা দুদক দেখবে আর আদালত দেখবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে আগের উপাচার্যের আমলে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পদোন্নতি না দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন কাগজপত্র দেখে তারপর বিবেচনা করা হবে। আপাতত যাছাই কমিটি ২০ কর্মকর্তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করেছে বলেই সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর